১৯৬৬ সালের তৈরি যুদ্ধবিমান F-7 আবারও দূর্ঘটনায়: রাষ্ট্রীয় অবহেলা নাকি বাজেট সমস্যা

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আজ বিধ্বস্ত হওয়া যুদ্ধবিমানটি ছিল চীনের তৈরি F-7 মডেল, যা মূলত ১৯৬৬ সালে নির্মিত একটি পুরোনো ডিজাইনের চাইনিজ সংস্করণ। বিশ্বের অনেক দেশেই এই ধরনের বিমান এক-দু'দশক আগেই অবসরে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ এই বিমানগুলো চীন থেকে কিনেছিল—যেখানে চীন নিজেও আর এই মডেলের উৎপাদন করে না।

F-7 একটি লড়াকু বিমান হলেও এটি ইতিহাসজুড়ে নানা ধরনের দুর্ঘটনায় জড়িত। সঠিক সময়ে অবসর না দেওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই বিমানগুলোর দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহু গুণ বেড়ে যায়। অথচ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সময়মতো প্রযুক্তিগত অবসরের মাধ্যমে এ ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব।

বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট সাইফুল্লাহ খান সাইফ বলেন, আমরা এখনো ১৯৬৬ সালের চীনা রেপ্লিকা যুদ্ধবিমান দিয়ে আমাদের পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি—যে মডেলের বিমান বহু দেশ ২০-৩০ বছর আগেই রিসাইক্লিং কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ যদি পরিণত হয় একেকটি মৃত্যুঝুঁকির খেলায়, তবে সেটিকে শুধুই 'দুর্ঘটনা' বলা কি যথার্থ? না কি এটি রাষ্ট্রীয় অবহেলা, যান্ত্রিক ত্রুটি, বাজেট পরিকল্পনায় দায়িত্বহীনতা—নাকি বারবার ক্যামেরার সামনে সহানুভূতির কিছু বুলি দিয়ে দায় এড়িয়ে যাওয়ার সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি?

আজকের দুর্ঘটনা বাংলাদেশের জনবহুল রাজধানীর এক অংশে ঘটলেও এটি মোটেও প্রথম নয়। এর আগে চীনের শিয়ানয়াংয়ে একটি F-7 ভবনের ওপর আছড়ে পড়ে একজন সাধারণ বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছিল। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সেবাকালে গত দশকে অন্তত ১০টি F-7 বিমান বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়। ২০২২ সালে ইরানের আনারাক অঞ্চলে এ ধরনের এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দু'জন পাইলট।

এই প্রেক্ষাপটে স্মরণ করতে হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন সাহসী পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুম্মান তাহমিদ চৌধুরীকে। তিনি F-7 MB মডেলের একটি বিমানে বঙ্গোপসাগরের আকাশে জীবনের শেষ ফ্লাইটে উড্ডয়ন করেন এবং তারপর আর ফিরে আসেননি। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি আজও আমাদের মনে বেদনার রেখা টেনে দেয়।